শতাব্দীর কলকাতা

SHATABDIR KOLKATA

A Fortnightly Bengali Newspaper • বর্ষ-১০, সংখ্যা-২২ • ১৫ মার্চ ২০২৬ • Vol-10, Issue-22; 15 March 2026 • মূল্য- ১টাকা

সাংবাদিক থেকে রাজনীতি

সঞ্জীব চাকী

সদ্য একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের লড়াকু সাংবাদিক সন্তু পান বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তার যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কের ঝড় তুলেছেন। সন্তু কেনো বা কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছে সেটা তার নিজস্ব বিষয়। মনে হয়েছে ওটা আদর্শ জায়গা তাই গেছেন। কেনো বিগত দিনেও এই রাজ্যের নামজাদা সাংবাদিকরা যোগ দিয়ে সাংসদ, বিধায়ক ও পুরপিতা হয়েছেন। আমি এর কোনো দোষ দেখি না। সন্তু আপনি বিধায়ক হয়ে কি সাধারণ মানুষের জন্যই গলা ফাটাবেন! না সংবাদজগতের হয়েও গলা ফাটাবেন। বিগতদিনে মনে পরে না যে কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে জয়ী হয়ে বিধানসভা, সংসদ বা পুরসভায় সংবাদপত্র বা সাংবাদিকদের সমস্যা ও কোনো বিষয় প্রতিবাদ বা দাবি তুলতে। পদ পেয়েই তারা ভুলে যায় তারা সাংবাদিক ছিলেন। তখন তারা চলে যায় ক্ষমতার অলিন্দে। কারণ প্রচুর টাকা বেতন, দেহরক্ষী এবং ক্ষমতা। এই প্রতিবেদনটি অনেকের খারাপ বা চক্ষুশুল হবে জেনেও বলছি।

২০২৬ বিধানসভা ভোটেও নবীন ও প্রবীণ সাংবাদিকরা বিভিন্ন দলের প্রার্থী হবেন। প্রত্যেকবারই হয়, আশাকরি এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না। সকল স্তরের মানুষ থেকে রাজনৈতিক নেতারা যদি ভোটে দাঁড়াতে পারেন তবে সাংবাদিকরা কেন নয়! তাতে কারও আপত্তিও থাকার কথা না। শুধু বলার একটাই আপনারা ভোটে জিতে আপনারই সহকর্মীর কথা একটু ভাববেন। এক সময় আপনি ওই চিত্রসাংবাদিক বা সাংবাদিকের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং তাদের কারও কারও ভোটে জিতে বিধায়ক হচ্ছেন। যদি তারা কোথাও হেনস্থা বা মার খান সেই বিষয় প্রতিবাদ করবেন এবং তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরে ন্যায় দেবেন। তবেই কিন্তু আপনার বিধায়ক পদের স্বার্থকতা থাকবে। আপনাদের সকলের প্রতি থাকলো আগাম শুভেচ্ছা। আপনারা এগিয়ে চলুন শুধু ভুলে যাবেন না সংবাদজগতের সহকর্মীদের।

কী ভাবছেন বারাসতের নেতৃত্বরা

সঞ্জয় সেনগুপ্ত

২০২৬ সালের ভোটের দিনক্ষণ ঘোষিত হল। এই ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে শুরু হয়েছে চূড়ান্ত তৎপরতা। বিভিন্ন দলের সকলেই চাইছেন এবারের ভোটে যেন তাঁদের দল ভালো ফলাফল করতে পারে। ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে অন্যান্য কয়েকটি জেলা সহ ভোটগ্রহণ হবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। কী ভাবছেন এই জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা?

দুই দফায় ভোটের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তাপস মজুমদার। তিনি আরো জানালেন, এবার যেহেতু কংগ্রেস দল কোনো জোট ছাড়া এককভাবে ভোটে লড়ছে, কাজেই অন্যান্য বারের তুলনায় তাঁদের ফলাফল হয়তো আরো ভালো হবে। এখনো অসংখ্য মানুষ কংগ্রেস দলের ওপর আস্থা রাখেন এবং তাঁরা অনেকেই চান এই দল আবার আগের মত তাদের পুরনো জায়গায় ফিরে আসুক। এসব বিষয়গুলি মাথায় রেখে অসংখ্য মানুষ এবার কংগ্রেসকে ভোট দেবেন, এই বিশ্বাসটুকু রাখেন তাপস মজুমদার সহ তাঁর দলীয় কর্মীরা।

ফরোয়ার্ড ব্লকের জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বললেন, দুই দফায় ভোটের দাবি প্রথমে তাঁরাই জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি তাঁদের অন্যতম আরেকটি দাবি ছিল, যে ৬০ লক্ষ ভোটারের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে, তাঁদের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করা। কারণ ভোট হবে, অথচ এই ৬০ লক্ষ ভোটার ভোট দিতে পারবেন না, এটাও কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, বললেন তিনি। সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের উপর আর খুব একটা ভরসা করতে পারছেন না। সকলেই চাইছেন বামফ্রন্ট আবার ফিরে আসুক। এবার যেহেতু মৃত ভোটার বা ভুতুড়ে ভোটাররা প্রায় নিশ্চিহ্ন, কাজেই এবারের ভোট যথেষ্ট অবাধ হবে এবং বামফ্রন্ট যে যথেষ্ট ভালো ফলাফল করবে, সে ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হলো সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে।

বিজেপির জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দার অত্যন্ত খুশি যে এবারের ভোট দুই দফায় হচ্ছে। শাসক দলকে পিছনে ফেলে তাঁদের দল কতটা ভালো ফলাফল করতে পারে, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জানাচ্ছেন, সাধারণ মানুষ এবার রাজ্যে পরিবর্তন চাইছেন এবং বর্তমান শাসকের বিকল্প হিসেবে তাঁরা বিজেপিকেই চাইছেন।

এরপর ৩ পাতায়...

ব্রিটিশ গ্যাস চেম্বারে ফেলে মারতো, আর এরা গ্যাস বন্ধ করে মারছে

সুকুমার মণ্ডল

“কাতার মে খাড়ে হিন্দুস্থান, মোদি ঘুমে চীন জাপান” (লাইনে দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থানের মানুষ, তখন মোদি চিন জাপান ভ্রমন করছেন)। এই আওয়াজ বাংলার নয়। দিল্লির সংসদের বিরোধী দল গুলোর। সোচ্চার হয়েছে একই স্লোগানে ভারতবর্ষের আপামোর জনগণ। ইতিমধ্যেই গ্যাসের সংকটে বিপর্যস্ত জনজীবন। বন্ধ হতে চলেছে হোটেল, রেস্তোরা থেকে হসপিটালের ক্যান্টিন, মা ক্যান্টিন, এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারে বন্দীদের খাবারের যোগান। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে প্রায় দেড় হাজার বন্দী আছেন। দুবেলা ৩০০০ লোকের রান্না করা হয়। দমদম সেন্ট্রাল জেলে সাড়ে তিন হাজার বন্দী আছেন। দুবেলা সাত হাজার লোকের রান্না করা হয়। গ্যাসের আকালে কিভাবে বন্দীদের খাবার যোগান দেয়া হবে সেই চিন্তাতেই দিশেহারা জেল কর্তৃপক্ষ।

মোদী সরকারের অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা এবং দূরদর্শিতার অভাবের জন্যই আজ খাদ্য সংকটে দেশ। পশ্চিম এশিয়ায় যে সংঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে সরকার আগে থেকেই জানতো। বিশেষ করে দেশের প্রয়োজনীয় গ্যাসের বড় অংশই যেখানে হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে, সংঘাতের পরিস্থিতিতে যোগান যে ব্যাহত হতে পারে তা বুঝে সরকারের উচিত ছিল আগে থেকেই রান্নার গ্যাস মজুতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আগেভাগে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সরকারি স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের রান্না বন্ধ করতে হতো না। রাজধানীর হোটেল গুলিকে কাঠ কয়লার জোগাড় করার পেছনে ছুটতে হত না।

“আমজনতার রান্নাঘরের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রান্নার গ্যাস। যতই সাফাই দেয়া হোক, এক্ষেত্রে কোন যুক্তিই ধোপে টিকবে না। গ্যাসের সিলিন্ডার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে কেন্দ্রকে। তবেই মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ফিরবে। নতুবা বিপদের সম্মুখীন হতে হবে দলকে”। এই উক্তি কোন বিরোধী দল বা নেতার নয়। এই উক্তি করেছেন বঙ্গ বিজেপির একজন হেবি ওয়েট সাংসদ। কিন্তু জেগে ঘুমালে বিজেপির কুম্ভকর্ণদের ঘুম কে ভাঙাবে? তাই দেশকে সংকটের মুখে ঠেলে দিয়ে, দিব্যি এ দেশ সে দেশ, এ রাজ্য সে রাজ্য ভ্রমন করে বেড়াচ্ছেন মোদী-শাহ ও তাদের দল।

শতাব্দীর
কলকাতা

সম্পাদকীয়

৩০ ফাল্গুন ১৪৩২
১৫ মার্চ ২০২৬

বঞ্চিত আদিবাসীরা

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মূর সম্মানহানি হয়েছে, অভিযোগে রে রে করে উঠেছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির তাবর তাবর নেতারা। অথচ তার চেয়েও বেশি অপমানিত হচ্ছেন বাংলার আদিবাসী জাতি।

সুনিতা ওঁরাও দীর্ঘদিন ধরে ভোট দিয়ে আসছেন। অথচ তার নাম ভোটার তালিকায় ডিলিটেড। উত্তরবঙ্গের বাগানের শ্রমিক জগদেও টিপ্পো। তার হালও একই রকম। তিনি বলছেন, এতদিন তো ভোট দিতাম ভোটার তালিকায় নাম ছিল। এবার শুনানিতে ও ডেকেছিল। আগের দিন ভোটার তালিকার সঙ্গে আধার কার্ড, প্যান কার্ড দিলাম। তারপরেও নাম বাদ গেল। বেলগাছি অ্যাটেস্টের আলমা। তিনি একই রকমের নথিপত্র জমা দিয়েছিলেন। তারও একই পরিণতি হয়েছে। সুনিতা, জগদেও, আলমা কয়েকজন উদাহরণ মাত্র।

এরকম হাজার হাজার আদিবাসীদের নাম বাদ যাচ্ছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী কি করবে? তারা কি ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন? এই চিন্তায় দিন গুনছেন ভারতবর্ষের প্রাচীন জনগোষ্ঠী।

বইপ্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা: দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নকে মলাটবন্দি করে প্রকাশিত হল অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মনিকা চ্যাটার্জীর প্রথম ছোটগল্প ও ভ্রমণ কাহিনীর সংকলন ‘হীরে মানিক’। ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ এবং বি.এড সম্পন্ন করা অবসরপ্রাপ্ত এই লেখিকা পেশাগত জীবনে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১ মার্চ ৩ নং পান্নাঝিল ডেভেলপমেন্ট কমিটির দুর্গা মন্ডপে বইটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজীব বসু, মনোজ চক্রবর্তী, উত্তম সাহা, ধনঞ্জয় চক্রবর্তী, ডাঃ শ্যামল রায় সহ এলাকার অসংখ্য সাহিত্য অনুরাগী মানুষ। লেখিকা মনিকা চ্যাটার্জী জানালেন, সন্তানদের শৈশবে গল্প শোনানোর সেই অভ্যাস থেকেই আজ সাহিত্যের পথে তাঁর এই পথ চলা।

বইটির প্রতিটি পরতে রয়েছে পারিবারিক ভালোবাসার ছোঁয়া। লেখিকার পুত্র অভিজ্ঞান এবং জামাতা সুকৃতি বইটির প্রচ্ছদ ডিজাইন ও অভ্যন্তরীণ অলংকরণ এবং চিত্রসজ্জায় বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। সংকলনটিতে শিশুদের গল্পের পাশাপাশি বড়দের উপযোগী ভ্রমণ কাহিনী ও বাস্তবধর্মী নানা অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। বারাসতের নবপল্লীর মুখার্জী পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত এই বইটির মুদ্রণ করেছে। লেখিকা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান, তাঁর পুত্র-কন্যা সহ পরিবারের সকলের নিরলস উৎসাহ এবং বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতায় এই ‘ক্ষুদ্র প্রয়াস’ আলোর মুখ দেখেছে। বই প্রকাশের বিষয়ে বারাসতের সত্যভারতী বিদ্যাপীঠের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক উত্তম সাহার অবদানের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রয়াত স্বামী কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে। ১০০ টাকা মূল্যের এই বইটি এখন বিভিন্ন বুক স্টল ছাড়াও বারাসতের হেলাবটতলা সংলগ্ন ‘পরিচয়’ নামক বইয়ের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে।

আচ্ছে দিনে! বাজারে মাটির উনুনের রমরমা

মাটির উনুন কলকাতার বাজারেও

গোপাল ব্যানার্জি

৩৬৫ দিন। গ্যাসের সংকটে মাটির উন্নয়নের রমরমা। কয়লা, গুল বা কাঠের জ্বালে চলে এই উনুনে যা জ্বালানি লাগছে তা সহজেই পাওয়া যায় বলে এখন সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতেও খোঁজ পড়ছে এই মাটির উনুনের। তবে গ্যাসের স্টোভে রান্না করে অভ্যস্ত গৃহিণীরা এখন এই কাঠের উনুনে রান্না করার তালিম নিচ্ছে। বিকল্প জ্বালানী হিসেবে মাটির উনুনের পাশাপাশি ঘুঁটের চাহিদাও বাজারে বেড়েছে। বিক্রেতারা জানিয়েছেন চাহিদা বৃদ্ধির কারণ বাণিজ্যিক গ্যাস না পেয়ে দোকানদাররা এবং মাসের শেষে গ্যাস বিলের চাপ এড়াতে সাধারণ মানুষ মাটির উনুনের দিকে ঝুঁকছেন। কলকাতার বিভিন্ন এলাকায়, যেমন—ফুলবাগান মোড় এবং বেলেঘাটা সুভাষ সরোবর সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে মাটির উনুন বিক্রি হচ্ছে। সহজলভ্যতার জন্য রুটি বিক্রেতা থেকে শুরু করে রাস্তার ধারের ছোট খাবারের দোকানগুলোতে এখন মাটির উনুন ব্যবহার বাড়ছে। বেশ কয়েকটি বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল কয়লা গুণমানের তফাতে ১৯ টাকা প্রতি কেজি থেকে আরম্ভ করে ২৭ টাকা প্রতি কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন বাজারে। অন্যদিকে তবে অনেকেই জানিয়েছে এই মাটির উনুনে যে সুবিধা তা গ্যাসের রান্নার তুলনায় মাটির উনুনে ধীর আঁচে রান্না করলে খাবারের স্বাদ ও পুষ্টির গুণগতমান অটুট থাকে, বিশেষ করে মাছ-মাংসের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধোঁয়াটে স্বাদ পাওয়া যায়।

কবি বিজয় সরকার-এর জন্মোৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা: উত্তর ২৪ পরগনার কেউটিয়া সংলগ্ন বিজয়নগরে মহান কবি বিজয় সরকার-এর ১২৪তম জন্মোৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হল ১৯, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি তিনদিন ব্যাপী আয়োজনে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবির স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন অসংখ্য সাহিত্যপ্রেমী ও ভক্তরা।

তিন দিনের কর্মসূচিতে ছিল কবি সম্মেলন, সাহিত্য বাসর, ভাগবত পাঠ, বিজয়গীতি পরিবেশন, কীর্তন, কবির জীবনী ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা সভা, গীতিনাট্য এবং বাউল সংগীতের আসর। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ছিল দর্শকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি। বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে বিজয়গীতি পরিবেশন ও বাউল সংগীত, যেখানে কবির রচিত গান ও দর্শনের গভীরতা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হয়।

কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সভাপতি ডঃ রতন নন্দী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা কবির সাহিত্যকীর্তি নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন ।

এই জন্মোৎসবের সফল আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নেয় বিজয় সরকার স্মারক সমিতি। সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রনাথ রায় ও সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ অধিকারীর নেতৃত্বে মনোরঞ্জন সরকার, গৌরমোহন বিশ্বাস, মোহনলাল মালাকার, খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ মালাকার সহ অন্যান্য সকল সদস্যবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সাফল্যমণ্ডিতভাবে সম্পন্ন হয়। সমগ্র আয়োজন জুড়ে ছিল এক আন্তরিক ও ভক্তিময় পরিবেশ। কবি বিজয় সরকারের আদর্শ ও সাহিত্যচর্চা আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ।

সম্পাদক সমীপেষু

মাননীয় মহাশয়,

আমি মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে কাজ করি নিউটাউনে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে রাত হয় প্রায়দিনই। মোটরসাইকেল নিয়ে আসার সময় দোলতলা থেকে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা পর্যন্ত যানযটের সমস্যা তৈরি হয়, কারণ সেই সময় রাস্তায় কোনও ট্রাফিক পুলিশ থাকে না। বড় বড় ট্রাক ওই সময় যাতায়াত করে। ওই সময় দোলতলা মোড় নববারাকপুর মোড় ও চৌমাথায় সিগনাল ব্যবস্থা বন্ধ থাকে। এর ফলে রাস্তা পাড়াপার করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বারাসত জেলার পুলিশ সুপার এবং ডিএসপি ট্রাফিকের কাছে বিনীত অনুরোধ বিষটি দেখে রাতে এই তিনটি মোড়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা করলে সবাই উপকৃত হবো।

ধন্যবাদান্তে
অনোল বিশ্বাস
আব্দালপুর

আপনার এলাকার খবর ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
8583007758

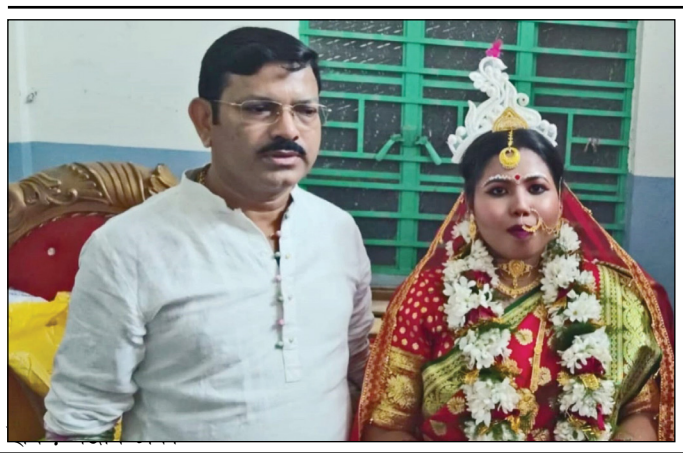

জগন্নাথ রায়: মধ্যমগ্রাম পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তথা শতাব্দীর কলকাতা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সুকুমার মণ্ডল তার ওয়ার্ডের এক পিছিয়ে পরা পরিবারের মন্টু সিংয়ের কন্যা লক্ষ্মী সিংয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দুই হাত এক করলেন। খুশি পরিবার সহ এলাকার মানুষরা। বিনা পারিশ্রমিকে বিয়ের সাজে রাঙিয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন জাভেদ হাবিব দোলতলার কর্ণধার চন্দ্রা দাস।

বাংলা দখলের স্বপ্নপূরণ করবে কে!

কে পাবে ক্ষমতা, রায় দেবে জনতা। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আঁচ যে দিল্লির মসনদকেও চিন্তায় ফেলেছে তা বলা বাহুল্য। বিগত পাঁচ বছরে বঙ্গের রাজনৈতিক পটভূমিতে যে ওঠা নামা দেখা গেছে তার সাক্ষী থেকেছে গোটা ভারতের মানুষ। ঘাসফুলেরই জয়জয়কার নাকি পদ্মের পরিস্ফুটন ঘটবে রাজ্যে, নাকি এই দুইয়ের লড়াইয়ে মাঝে হাত এবং কাস্তে হাতুড়ি ব্যালট বাক্সে কতোটা উত্তাপ ফেলবে তা তো ভবিষ্যৎ বলবে। নারী নিরাপত্তা থেকে চাকরি দুর্নীতি, এস.আই.আর থেকে সম্প্রতি রান্নার গ্যাসের চরম অপ্রতুলতা কোন ঘটনাকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক দলগুলি বাংলা দখলের স্বপ্ন পূরণ করবে সে বিষয় কী বলছেন পশ্চিমবঙ্গের আমজনতা থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা? তা তুলে ধরা হল শতাব্দীর কলকাতা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি পৃথা ঘোষের সাক্ষাৎকারে।

ডঃ বাসবী চক্রবর্তী, সমাজতাত্ত্বিক- এক ত্রিশঙ্কু অবস্থানের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসী রয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গবাসী ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে এক পরিবর্তন চেয়েছিল। কিন্তু সেই পরিবর্তন যে এমন হবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। এ সরকার তো শুধুমাত্র ভাতার উপরেই চলছে। কর্মসংস্থান না করে যুব সমাজকে ভাতা দিয়ে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তাগিদ নষ্ট করে দিচ্ছে। কন্যাশ্রীকে সমর্থন করলেও লক্ষীর ভান্ডারকে পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারি না। যেহেতু আমি সমাজতাত্ত্বিক রাস্তায় যেতে যেতে কান খাঁড়া করে থাকি অনেকে বলে ভাগ্যিস লক্ষীর ভান্ডারটা ছিল দু-তিন মাসের টাকা জমিয়ে বিউটি পার্লার যেতে পারছি। যারা ভালো বেতন পায়, মলে গিয়ে বাজার করে, পারিবারিক স্বচ্ছলতা আছে তাদের লক্ষীর ভান্ডারের কি প্রয়োজন? যারা দুস্থ গরিব তারা হয়তো সেই লক্ষীর ভান্ডারের টাকাটা জমিয়ে সন্তানের টিউশনিতে কাজে লাগায়। সুতরাং যারা গরিব দুস্থ তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে এই লক্ষীর ভান্ডার দেওয়া উচিত। এবং ভাতার পরিবর্তে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলে তা উৎপাদনশীলতাও বাড়াবে। মেলা-খেলা, দুর্গাপুজোতে ক্লাব কমিটিকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। তাতে তারা মহোৎসব করছে। যা অত্যন্ত অনুচিত অর্থব্যয়। আবার বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা জনসেবা দোহাই দিয়ে ভোটে দাঁড়াচ্ছে তারা কি আদৌ জনসেবা করছে? সোনু সুদ, জুবিন গর্গের মতো মানুষও তারাও জন সেবা করে এসেছে কোনো রাজনীতি ছাড়াই। জন সেবা করতে গেলে রাজনীতি করতে হয় বলে মনে করি না।

ভাস্কর সেনগুপ্ত, ফিজিও- এস.আই.আর যেটা হয়েছে ভাল হয়েছে, কিন্তু মানুষ যেন বেশিই হয়রানির শিকার হয়েছে।এস. আই.আর টা ঠিকমতো করতে পারেনি।এবারের নির্বাচন ভালোই শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠভাবে হবে এই আশা রাখি। সরকারে যেই আসুক মানুষের উপকার হবে।

ডাঃ কুনাল সরকার, চিকিৎসক- বিগত বেশ কিছু দশক ধরে বাংলায় যে নির্বাচন হয় তা ক্ষমতা কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে যেখানে মানুষের জীবন জীবিকা, অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়গুলি উপেক্ষিত হয়। একগাদা ক্ষুধার্ত জন্তু-জানোয়ারের সামনে এক টুকরো মাংস ছুঁড়ে দিলে, তাদের মধ্যে যেমন হিংস্র প্রতিযোগিতা চলে, ঠিক তেমনি। ক্ষমতায় কেউ না কেউ তো আসবে, সে যে সাধারণ মানুষের প্রতি খুব সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব দেখাবে তাতে আমি সন্ধিহান। রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের জীবন সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে আধখানা বাক্য বন্ধও ব্যবহার করেনি। আগেকার দিনে মানুষ যেমন পয়সা দিয়ে মুরগির যুদ্ধ, পায়রা ঠোকড়ানো দেখতো ঠিক তেমনিই বর্তমান পরিস্থিতি। বিষয়টা অনেকটা টি-টোয়েন্টি বা আইপিএল খেলা দেখার মতন যদিও এসব খেলাতে রক্তপাত, অশ্রাব্য শব্দ ব্যবহৃত হয় না। রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা অনেকটা ক্ষমতার ঘোড় দৌড়ের মতন ঝাল মুড়ি খেতে খেতে উপভোগ করা যায়, তারও আবার বিশ্লেষণ হয় কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে কোন সদর্থক পরিণাম হবে বলে আমি মনে করি না। যেখানে গরিব মানুষের কথা কেউ ভাবেও না গরীব মানুষ টাকা দিয়ে চাকরি কিনতে পারেনা, ঘুষ দিতে পারেনা, পয়সা দিয়ে গুন্ডাও পুষতে পারে না তাই রাজনৈতিক নেতারা গরিব মানুষদের শুধু রাজনৈতিক সেন্টিমেন্ট হিসেবেই ব্যবহার করে।

ডঃ সুজন চক্রবর্তী, রাজনৈতিক নেতা- ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক বছরে যেভাবে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, স্কুল কলেজের লেখাপড়া, যুবকের কাজ, পরিযায়ী শ্রমিক, মহিলাদের নিরাপত্তা এইসব মিলিয়ে মানুষ খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। অর্থনীতি বিপন্ন হচ্ছে, নৈতিক দিক দিয়ে মানুষকে বিভাজিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এ থেকে বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার কৃষ্টি ও অর্থনীতিকে রক্ষা করতে হবে। যারা মন্দির মসজিদের রাজনীতি করে মানুষকে বিভাজিত করতে চায় সেই মাঠ থেকে মানুষকে রক্ষা করে জীবিকা, অর্থনীতি কে সচল করার এ লড়াই। একদিকে বিজেপি তৃণমূলের মত শক্তি সমূহ যাদের মধ্যে যথেষ্ট বোঝাপড়া রয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে এবং অপরদিকে রয়েছে বাংলার সাধারণ মানুষ। এ লড়াই বাংলার সাধারণ মানুষের। সে দিক থেকে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লড়াই বাংলা বাঁচাও এর লড়াই।

সপ্তর্ষি চৌধুরী, প্রধান, পচিমবঙ্গ বিজেপি আইটি সেল- পশ্চিমবঙ্গে এটা আপনার কালের দেওয়ালে লেখা আছে ২৬ এর নির্বাচন, তৃণমূলের বিসর্জন। এটা নিয়ে কোনো দ্বিচারিতা নেই, দ্বিতীয় কোন প্রতিশব্দ নেই, কোন অনুকম্পা নেই। পরিষ্কার একটি শব্দ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্থির করে নিয়েছে এই নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন।

ডঃ অভিরূপ সরকার, অর্থনীতিবিদ- দেখুন যে দলই জিতুক তারা ক্ষমতায় এলে যে ইনকাম ট্রান্সফার মানে লক্ষীর ভান্ডার যুব সাথী ইত্যাদি সেটা করতেই হবে। সেটার থেকে বেরোনোর কোন উপায় নেই পলিটিক্যালি। অর্থনৈতিক দিক থেকে আমি এটাকে খুব একটা অনুৎপাদক খরচ বলে মনে করি না। কারণ যারা টাকাটা পাচ্ছেন এটা তো ঠিকই যে তারা অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন। বলা হয় যে টাকাটা তাদের হাতে না দিয়ে যদি রাস্তাঘাট করা হতো তাহলে ইন্ডাস্ট্রি হতো তাহলে এমপ্লয়মেন্ট বাড়তো এগুলো কথার কথা। কেন বলছি হয়তো রাস্তাঘাট হলে একদিন ইন্ডাস্ট্রি হত কিন্তু কবে হতো তা কেউ জানে না, আদেও হতো কিনা তাও জানিনা। আর যদি হয়ও গরিব মানুষ তাতে কতটা কাজ পাবে সেও জানিনা। আজকাল ক্যাপিটালিসটিক ইন্ডাস্ট্রি গুলো এতটাই প্রযুক্তি নির্ভর গরিব মানুষ কতটা কাজ পাবে ভগবানই জানে। তাই এসব কথা বলে বর্তমানে গরিব মানুষকে কিছু দেবেন না এটা অন্যায়। তাই শুধু মাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, এই ভাতা সারা ভারতেই দেওয়া হচ্ছে, সারা পৃথিবীতেই দেওয়া হচ্ছে। তাই আমার মনে হয় এটা থেকে কেউ বেরোতে পারবে না নির্বাচনের পর যেই ক্ষমতায় আসুক।

মনীশ সরকার, প্রধান, গণদর্পন- আমি যতটুকু দেখছি এই নির্বাচনে একটা বিয়ানারি তৈরী হয়েছে যেটা পশ্চিমবঙ্গে ছিল না। যারা ক্ষমতায় আছে এবং বিরোধী হিসেবে দ্বিতীয় তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আছে, আর যেন তৃতীয় কেউ না আসতে পারে সেইরকম একটা বিষয় কাজ করছে বলে মনে হয়। মানুষ কিন্তু খুব একটা ভাল নেই। আমার বয়স আটশট্টি প্রথমে এক সরকার ছিল, সাঁতাত্তর এ আরেক সরকার এলো তখন সব ভালো না হলেও মোটামুটি মানুষ খারাপ ছিল না। সাম্য বজায় ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারে যারা আছে তারা তো লুটে-পুটে খাচ্ছে। সব থেকে দুঃখের বিষয় তারা বিচার ব্যবস্থাকেও হাত করে নিয়েছে। আমিও চাকরি করে এসেছি খুব যে স্বচ্ছলতা ছিল তা নয়, আমি আমার সন্তানদের মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি। কিন্তু এখন খুব বেশি হলে দশ পনেরো হাজারের চাকরি তাতে সন্তান মানুষ করবে কি নিজেরাই ভালোভাবে চলতে পারে না। সারা ভারতেই আচ্ছে দিন বলে মানুষকে বোকা বানিয়েছে। মানুষ একদম ভালোভাবে নেই।

তৈমুর আলী খান, লেখক- পশ্চিমবঙ্গে যিনি ক্ষমতায় আছেন তিনিই থাকবেন আরো সগৌরবে থাকবে। বিরোধীরা তো এলোমেলো তাদের একদমই অস্তিত্ব নেই, বিরোধীদের কোনো সংগঠিত কোনো কারণ নেই।

অনিল কুমার রায়, প্রাক্তন পুলিশ কর্তা- এখনো পর্যন্ত যা দেখছি মানুষের মানুসিকতা সাধারণ নাগরিক হিসেবে স্টেট গভর্নমেন্টে যারা রয়েছে তাদের কাজকর্মে সাধারণ মানুষ মোটামুটি ভাবে খুশি। কিছু অসুবিধা রয়েছে, কিছু সরকারি কর্মচারীদের ডি.এ নিয়ে কিছু বিবাদ রয়েছে তাদের সেটা ঠিকই। কিন্তু ওভারঅল পারসফেক্টিভ যদি দেখা যায় বলতে হবে যারা সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, গরিব মানুষ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ তারা কিন্ত দুবেলা পেট ভোরে খাওয়ার মতো জায়গা কিন্তু এ সরকারের আমলে পেয়েছে, তারা কিন্তু হ্যাপি। এই সরকার ফিরে আসবে বলে আমার ধারণা।

কী ভাবছেন বারাসতের নেতৃত্বরা

১ পাতার পর...

জয়ের বিষয়ে আপনারা কতটা আত্মবিশ্বাসী? রাজীব পোদ্দার বলেন, তাঁদের আত্মবিশ্বাসের থেকেও বড় কথা জনগণের বর্তমান মনোভাব বা মতামত। সাধারণ মানুষ অনেক আগে থেকেই বর্তমান শাসক তৃণমূলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। কাজেই এবারের ভোটে জেলায় তথা সারা রাজ্যে বিজেপির জয় শুধুমাত্র সময় অপেক্ষা মাত্র, জানাচ্ছেন জেলা সভাপতি।

বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান তথা ২০২৬ বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কোর-কমিটির সদস্য সুনীল মুখার্জী জানালেন, দুই দফায় ভোট হচ্ছে সেটা তাদের কাছে খুব একটা বিচার্য বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যতগুলো দফাতেই ভোট হোক না কেন, জয়ের ব্যাপারে তিনি ২০০ শতাংশ নিশ্চিত বলে জানালেন সুনীল মুখার্জী। তিনি আরো বললেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন জনদরদী প্রকল্পের জন্য অসংখ্য মানুষ এত বছর ধরে উপকৃত হয়েছেন এবং এর প্রতিফলন অবশ্যই বিধানসভা ভোটে পাওয়া যাবে। পুরপ্রধান পদে পুনঃনিযুক্ত হওয়ার পরে বারাসত পুরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে দেখে যত দ্রুত সম্ভব সেসব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব এবং কর্মীরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। চলছে দেওয়াল লিখন, চলছে প্রচার। দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষনা হওয়ার পরে পরেই এই তৎপরতা অবশ্যই আরো বাড়বে। তবে জনগণই যে শেষ কথা বলবেন, সেটি মেনে নিচ্ছেন সমস্ত দলেরই নেতৃত্ববৃন্দ। "জনতা জনার্দন" কী ভাবছেন বা ভেবেছিলেন তা জানার জন্য অবশ্য অপেক্ষা করতে হবে ৪ মে পর্যন্ত।

নিজস্ব সংবাদদাতা: 'বইমেলা মধ্যমগ্রাম'-এ বিবেকানন্দ কলেজের স্টলে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তৈরি শিল্পকর্ম তুলে ধরা হয়েছিল। কলেজের প্রিন্সিপাল ড. রিমি রায় জানান ভোকেশনাল কোর্সের মাধ্যমে এই কাজগুলো শেখানো হয়।

MERAVEE™
Care's Better

ভর্তি চলছে
আপনার শিশুর ভবিষ্যতে গড়তে
কলকাতা
ইউথ কম্পিউটার অ্যাকাডেমি
KOLKATA YOUTH COMPUTER ACADEMY
MADHYAMGRAM
KOLKATA- 132
Run by : শতাব্দীর কলকাতা ফাউন্ডেশন
DIT
TALLY+GST+ACCOUNTS
HTML
COREL DRAW+PHOTOSHOP WITH DTP
C or C++, Java, Python
Logo, Scratch
POWER BI
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রী সহ ক্লাস ২ থেকে ৯ অবধি
১ টি কম্পিউটারে ১ জন করে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
কোর্স শেষে সরকারী সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
নবজাগরণ সংঘ, নন্দন কানন, দোলতলা, মধ্যমগ্রাম, কোলকাতা- ১৩২
ফোন: 8420323559

স্বত্বাধিকারী অঞ্জনা খাঁ কর্তৃক ১ নং শ্রীনগর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বিসিপি কম্পিউটারস্, ১/১৩, কে.এন.সি রোড, অশোক মার্কেট-২, বারাসত, কলকাতা-১২৪ হইতে মুদ্রিত।
প্রধান সম্পাদক: সুকুমার মণ্ডল সম্পাদক: সঞ্জীব চাকী

Printed, Published and Owned by Anjana Khan, Published from 1 No. Sreenagar, Madhyamgram, Kolkata- 129 and Printed at BCP Computers, 1/13, K.N.C. Road, Ashok Market-2, Kolkata- 124.
Contact No.: **8583007758** / Whatsapp No.: **9804160667**, E-mail: **shatabdirkolkata2014@gmail.com**
Editor in Chief: Sukumar Mandol **Editor: Sanjib Chaki**